Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 15-06-2026 17:40 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩১ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১৫ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭২ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

দিল্লি যেন মরুভূমি! ভয়ংকর ধুলোঝড়ে লাল সতর্কতা রাজধানীতে

সন্ত্রাসের আগুনে জ্বলছে পাকিস্তান, পুলিশ চেকপোস্টে টিটিপির 'ক্ষেপণাস্ত্র' হামলায় মৃত ৫

বক্সাতে খুব শিগগির বাঘ আনা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ২৯ জুলাই বক্সাতে বাঘ ছাড়া হতে পারে

চলবে দ্রুতগতির ট্রাম

নয়া জামানা ঃ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামকে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আরও দ্রুতগতির করার পরিকল্পনার কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।তাঁর দাবি,নতুন প্রজন্মের ট্রাম চালু হলে যানজট কমবে এবং শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খুলবে। পাশাপাশি ৫০টি নতুন ইলেকট্রিক বাস শীঘ্রই রাস্তায় নামবে বলেও তিনি জানান। এদিন ব্যারাকপুরে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রীর নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে আর কলকাতায় ছুটতে হবে না স্থানীয় স্তরেই মিলবে পরিষেবা।

বড় দল এনসিপিআই!

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে হঠাৎই চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে এনসিপিআই। তৃণমূলের একাংশ বিদ্রোহী সাংসদ এই দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। ফেসবুকে আত্মপ্রকাশ করে দলটি নিজেদের 'বাংলার সবচেয়ে বড় দল' বলে দাবি করেছে। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে ২০ জন সাংসদের সমর্থনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী, এনসিপিআই একটি নিবন্ধিত হলেও এখনও অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল।এতদিন প্রায় অচেনা এই দলকে ঘিরে এখন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের আলোচনা তুঙ্গে।

সুদীপের নিরাপত্তা বাড়ল

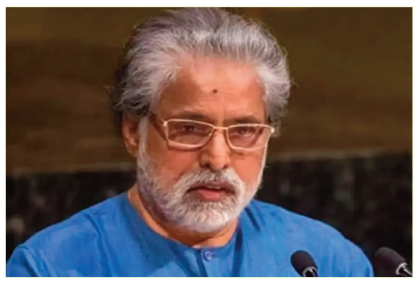

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ সাংসদের মধ্যে রয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের আবহে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা। সূত্রের খবর,অন্যান্য বিক্ষুব্ধ সাংসদদের নিরাপত্তাও বাড়ানো হতে পারে।

ডিসেম্বরে পুরভোট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

মানস দাস ● নয়া জামানা

কলকাতা পুরসভার ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিলেন, আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই কলকাতা পুরসভার নতুন বোর্ড গঠিত হবে অর্থাৎ আগামী ছ'মাসের মধ্যেই পুরভোটের পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার।

সোমবার কলকাতা পুরসভার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয় সেই কারণেই প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।তাঁর কথায়,কলকাতা পুরসভা বন্ধ করে রাখা যায় না।প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল।তাই প্রশাসক বসানো ছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল না।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকেও কটাক্ষ করেন।শুভেন্দুর দাবি, দলের মধ্যে মেয়র পদ নিয়ে মতবিরোধ এতটাই বেড়েছিল যে স্থিতিশীল প্রশাসন চালানো কঠিন হয়ে উঠেছিল।যদি সবাই মেয়র হতে চান সেখানে সরকারের কিছু করার থাকে না মন্তব্য করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কলকাতা পুরসভার একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে।দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও একসময় এই প্রতিষ্ঠানের মেয়র ছিলেন।সেই ঐতিহ্য রক্ষা করাই সরকারের দায়িত্ব বলে জানান তিনি।এদিন কলকাতা পুরসভার উন্নয়নের জন্য ৬০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার ইঙ্গিতও দেন মুখ্যমন্ত্রী।পাশাপাশি পূর্বতন বোর্ডের বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাজে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন,নাগরিক পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করতে হবে।পুরভোটের আগে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজও সম্পন্ন করা হবে বলে জানান শুভেন্দু।একই সঙ্গে তিনি বলেন,যেখানে যেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে সেখানেও দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে উন্নয়নের স্বার্থে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,ভোটের সময় রাজনীতি হবে কিন্তু মানুষের স্বার্থে সবাইকে নিয়ে চলাই সরকারের লক্ষ্য।

হরমুজ খুলছে

ইরান-আমেরিকা ঐতিহাসিক সমঝোতা

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা

প্রায় তিন মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘাত,অর্থনৈতিক অবরোধ এবং জ্বালানি সংকটের পর অবশেষে নতুন আশার আলো দেখল মধ্যপ্রাচ্য। আমেরিকা ও ইরান একটি ঐতিহাসিক প্রাথমিক শান্তি চুক্তির খসড়ায় সম্মত হয়েছে বলে কূটনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এই সমঝোতা আগামী ১৯ জুন সুইজারল্যান্ডে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে।চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।বিশ্বের তেল পরিবহণের অন্যতম প্রধান এই জলপথ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ সংকট দেখা দিয়েছিল। নতুন সমঝোতা কার্যকর হলে সেই অস্থিরতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।খসড়া চুক্তি অনুযায়ী, লেবানন-সহ সমস্ত সংঘাতপূর্ণ এলাকায় অবিলম্বে ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে। পাশাপাশি ইরানের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার আশ্বাস দিয়েছে আমেরিকা।আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মার্কিন নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার এবং ইরানের চারপাশ থেকে সেনা উপস্থিতি কমানোর কথাও উল্লেখ রয়েছে।অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বড় স্বস্তির বার্তা রয়েছে।ইরানের তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা আটকে থাকা প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ধাপে ধাপে মুক্ত করা এবং পুনর্গঠনের জন্য বিপুল অর্থনৈতিক সহায়তার পরিকল্পনা এই চুক্তির অন্যতম আকর্ষণ।তবে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়, অর্থাৎ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

আগামী ৬০ দিনের আলোচনায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।ইরান অবশ্য পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়ে এনপিটি চুক্তির প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।যদিও এই সমঝোতা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে তবুও লেবানন পরিস্থিতি এবং ইসরায়েলের অবস্থান এখনও বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়েছে।ফলে চূড়ান্ত চুক্তি পর্যন্ত পথ সহজ নয়। তবুও যুদ্ধের বদলে আলোচনার টেবিলে ফেরা বিশ্ব রাজনীতির জন্য নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক বার্তা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 15-06-2026 17:40 Page 2

বিশ্বের দ্বিতীয় ‘একাকী’ দেশের তকমা পেল ভারত

সমীক্ষায় উঠে এল উদ্বেগজনক চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বজুড়ে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মাঝেমধ্যেই নানা আলোচনা শোনা যায়। সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাতেও একইরকম উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানেই বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ ভারতকে পৃথিবীর দ্বিতীয় ‘একাকী’ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিজিটাল বিনোদন প্ল্যাটফর্ম ‘জেবি ডট কম’-এর তরফে চলতি বছরের জুন মাসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ৩৬টি দেশের মানুষের মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার হার খতিয়ে দেখা হয়েছে।

প্রতিবেদনে অনুযায়ী, ভারতের পারিবারিক কাঠামো এবং যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, দেশের এক বিশাল অংশের মানুষ তীব্র একাকীত্ব ও মানসিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যায় ভুগছেন।গবেষণায় বিশ্বের একাধিক দেশের একাকীত্বের মাত্রা নির্ধারণ করতে একটি বিশেষ ‘লোনলিনেস স্কোর’ ব্যবহার করা হয়েছে। এই নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- মানুষ কত ঘনঘন একাকী বা বিচ্ছিন্ন বোধ করেন, সমাজে আনন্দ এবং বিষাদের সামগ্রিক মাত্রা, ডিপ্রেশন বা অবসাদের হার, বর্তমান পারিবারিক কাঠামো ইত্যাদি। যে দেশের নম্বর যত বেশি, সেই দেশের মানুষ তত বেশি একাকীত্বের ভুগছেন বলে ধরা হয়েছে।

র‍্যাঙ্ক তালিকা অনুযায়ী কোন দেশ কোন স্থানে?

১। তুরস্ক-১০০ নম্বর।
২। ভারত-৮৯ নম্বর।
৩। ব্রাজিল-৮৬ নম্বর।
৪। সৌদি আরব-৮৫ নম্বর।
৫। দক্ষিণ আফ্রিকা-৮৩ নম্বর।
৬। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী-৮২ নম্বর।
৭। ব্রিটেন-৮১ নম্বর।
৮। আমেরিকা-৮০ নম্বর।
৯। অস্ট্রেলিয়া-৭৮ নম্বর।
১০। ইন্দোনেশিয়া-৭৭নম্বর।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতের ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতাই জানিয়েছেন তাঁরা প্রতিনিয়ত একাকীত্বে ভোগেন। ৩৪ শতাংশ মানুষ সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ করেন। উদ্বেগের বিষয়, ভারতের ৩৭ শতাংশ মানুষ প্রায়শই মারাত্মক অবসাদে ভোগেন বলে জানিয়েছেন-যা এই তালিকার শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সমীক্ষায় আরও জানানো হয়েছে, ভারতে একাকীত্ব কোনও শারীরিক দূরত্ব বা একা থাকার কারণে নয়, বরং মানসিক দূরত্বের কারণে তৈরি হচ্ছে।সমীক্ষা থেকে আরও জানা গিয়েছে, ভারতের মাত্র ৩.৭ শতাংশ মানুষ একক পরিবারে থাকেন। দেশের গড় পরিবারগুলিতে সদস্য সংখ্যা চার বা তার বেশি। এর অর্থ, ভারতের মানুষজন পরিবারের সঙ্গে এক ছাদের নীচে থেকেও মানসিকভাবে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করছেন। ফলে এই একাকীত্ব পুরোটাই মনস্তাত্ত্বিক।

এই তালিকায় একেবারে বিপরীত প্রান্তে, অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে কম একাকী দেশের তকমা পেয়েছে উজবেকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডস। এই দুই দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার হার যেমন কম, তেমনই আনন্দে থাকা মানুষের সংখ্যা বেশি। এছাড়া কানাডা এবং থাইল্যান্ড-এর নামও রয়েছে বিশ্বের একাকী দেশের তালিকায়।

কর্মী ছাঁটাই করে আনা যাবে না এআই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে হুট করে কর্মী ছাঁটাই করার দিন বোধহয় এবার শেষ হতে চলল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এসে মানুষের চাকরি কেড়ে নেবে; এই ভীতি যখন বিশ্বজুড়ে তুঙ্গে, ঠিক তখনই এক যুগান্তকারী রায় দিল চীনের একটি আদালত। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও কোম্পানি চাইলে তার কাজের গতি বাড়াতে বা খরচ কমাতে এআই ব্যবহার করতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা পুরনো কর্মীদের চাকরি থেকে বের করে দিতে পারবে। এআই দিয়ে মানুষকে প্রতিস্থাপন করাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে আদালত।ঘটনাটির সূত্রপাত একটি সাধারণ শ্রম

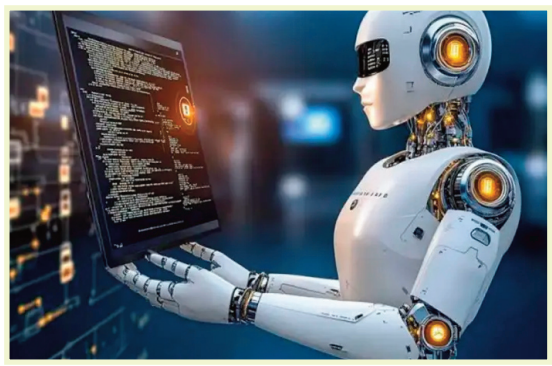

বিরোধ মামলা থেকে। একটি সংস্থা তাদের একজন কর্মীকে ছাঁটাই করে তার জায়গায় এআই সিস্টেম চালু করেছিল। বিষয়টি আদালতে গড়ালে বিচারক স্পষ্ট জানান, দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী হুট করে চুক্তি বাতিল করার কোনও সুযোগ নেই। আইন বলছে, যদি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা এমন কোনও বড় পরিবর্তন আসে যা কোনওভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়, কেবল তখনই কোম্পানিগুলো চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। কিন্তু নিজে থেকে এআই বা নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসাটা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা এড়ানো অসম্ভব কোনও পরিস্থিতি নয়।

ভূমিকম্পে দুলছে ৩৬ তলা বহুতল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সোমবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ফিলিপিন্সে । ৭.৮ মাত্রার ওই কম্পনে ৩০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান। আহত হন অনেকে। ভয়াবহ কম্পনে ৩৬তলা বহুতলও দুলে ওঠে পেন্ডুলামের মতো। সেই ভিডিও দেখে চমকে উঠছে নেটপাড়া। প্রকৃতির আক্রোশের সামনে আজও অসহায় মানুষ, সে কথাই প্রমাণ করে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।

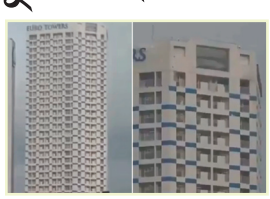

আগেই প্রকাশ্যে এসেছে ফিলিপিন্সের ভয়ংকর ভূমিকম্পের একাধিক ভিডিও। সেখানে দেখা গিয়েছে, কীভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে আধুনিক শহরের একাধিক ইমারত। তবে আতঙ্ক ছাপিয়ে গিয়েছে বহুতলের প্রবল দুলুনি দেখে। দুলুনির তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ভবনের ছাদে থাকা সুইমিং পুলের জল বাইরে ছিটকে পড়তে থাকে। সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে ভিডিওটিতে। বহুতলের বাসিন্দারা পড়িমরি ভবন থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় জড়ো হন। যদিও তাতেও আতঙ্ক কাটেনি তাঁদের। কারণ ৩৬ তলা ভবনটি ভেঙে পড়লে রক্ষা পেতেন না কেউ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই বিপদ ঘটেনি।পিপল্ স নিউজ চ্যানেল’ নামের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের এক্স হ্যান্ডেল পোস্ট করা ভিডিও দেখে চমকে গিয়েছে গোটা বিশ্ব।

মশা মারবে গুগল !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া এবং জিকা ভাইরাসের মতো মশাবাহিত রোগ বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর কোটি কোটি মানুষকে আক্রান্ত করে। এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি জগতের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গুগল এক অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে রোগবাহক মশার সংখ্যা কমানোর চেষ্টা করছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী দিনে আরও কোটি কোটি বিশেষ ধরনের মশা ছেড়ে দেওয়া হবে, যাতে রোগ ছড়ানো মশার প্রজনন স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়।এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল এডিস ইজিপ্টি প্রজাতির মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

এই প্রজাতির মশাই মূলত ডেঙ্গু, জিকা, চিকুনগুনিয়া এবং ইয়েলো ফিভারের মতো বিপজ্জনক ভাইরাস বহন করে। প্রচলিত কীটনাশক ব্যবহারের বদলে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে সমস্যার সমাধান খুঁজছে গবেষকরা।এই প্রযুক্তিতে ল্যাবরেটরিতে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা পুরুষ মশার শরীরে একটি প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো হয়। এরপর সেই পুরুষ মশাগুলিকে নির্দিষ্ট এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা যখন বন্য পরিবেশের স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম থেকে বাচ্চা জন্মায় না বা পরবর্তী প্রজন্ম টিকে থাকতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে রোগবাহক মশার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই প্রকল্পে যে পুরুষ মশাগুলি ছাড়া হয় তারা মানুষকে কামড়ায় না। কারণ শুধুমাত্র স্ত্রী মশাই রক্ত পান করে, পুরুষ মশা ফুলের মধু বা উদ্ভিদের রস খেয়ে বেঁচে থাকে। তাই মানুষের জন্য এই উদ্যোগকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।গুগলের সহায়তায় পরিচালিত এই গবেষণা ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল বলছে, যেখানে নিয়মিত এই বিশেষ মশা ছাড়া হয়েছে সেখানে রোগবাহক মশার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পাশাপাশি ডেঙ্গু সংক্রমণের ঘটনাও অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন, দ্রুত নগরায়ন এবং অনিয়ন্ত্রিত জল জমে থাকার কারণে মশার বিস্তার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। ফলে শুধুমাত্র কীটনাশক ব্যবহার করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেক এলাকায় মশা কীটনাশকের প্রতিও প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে জৈব প্রযুক্তিনির্ভর এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও কার্যকর বিকল্প হতে পারে।তবে গবেষকরা এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, শুধু বিশেষ মশা ছেড়ে দিলেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়া, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং স্থানীয় প্রশাসনের মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আশা, আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে ভবিষ্যতে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 15-06-2026 17:40 Page 3

সংবর্ধনার মঞ্চে উন্নয়নের রূপরেখা, আশার বার্তা জোয়েল মুর্মুর

নয়া জামানা, মালদা ঃ হবিবপুর বিধানসভা থেকে প্রথমবারের মতো কোনও বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পাওয়ায় উৎসবের আবহ গোটা এলাকাজুড়ে।সেই আনন্দকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে পাকুয়াহাট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের সেচ ও জলপথ এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু এবং উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুকে সংবর্ধনা জানানো হল। পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক আধিকারিক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু।এরপর পাকুয়াহাটের বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় উদ্বোধনী সংগীত অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাকুয়াহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পবিত্র মণ্ডল, অশোক হালদার,মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি অসিত কুমার সাহা, সাধারণ সম্পাদক উত্তম বসাক, বামনগোলা ব্লকের বিডিও মনোজিৎ রায়, স্থানীয় থানার আইসি-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।সংবর্ধনা মঞ্চ থেকেই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল হবিবপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ স্থাপন, আইটিআইকে আরও আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং মালদা জেলায় একটি আধুনিক ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণ।

সমিতির পক্ষ থেকে সম্মাননা পেয়ে আবেগাপ্লুত মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, পাকুয়াহাট ব্যবসায়ী সমিতির এই আন্তরিক সম্মান আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করব এবং উন্নয়নের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখব।অন্যদিকে,পাকুয়াহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পবিত্র মণ্ডল বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম হবিবপুর বিধানসভার কোনও বিধায়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।আমরা আশা করি, তিনি তাঁর নতুন দায়িত্ব সফলভাবে পালন করবেন এবং হবিবপুরের পাশাপাশি সমগ্র মালদা জেলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।অনুষ্ঠানটি শুধু সংবর্ধনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে আশা ও প্রত্যাশার এক নতুন বার্তাও তুলে ধরেছে।

মোদীর ১২ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরল বিজেপি

নয়া জামানা, মালদা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার উত্তর মালদা জেলা বিজেপির উদ্যোগে সদরঘাট দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু,গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন,উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু এবং জেলা বিজেপি সভাপতি প্রতাপ সিং,সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ সরকার,মিডিয়া বিভাগের ইনচার্জ বিশ্বজিৎ পাল,স্বরূপ প্রসাদ প্রমুখ।সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্র সরকারের গত ১২ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন বিজেপি নেতারা।মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আত্মনির্ভরতার পথে দ্রুত এগিয়েছে। বিশেষ করে সৌরশক্তি ব্যবহারে জোর দিয়ে দেশকে শক্তিক্ষেত্রে আরও সক্ষম করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জনধন যোজনা ও মুদ্রা যোজনার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।তাঁর কথায়,শূন্য ব্যালেন্সে ৫৮ কোটিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৩২ কোটি অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে। ফলে সরকারি অনুদান ও পরিষেবার সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।মন্ত্রী আরও জানান, মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় কোটি কোটি কৃষক আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন বলেন, স্টার্টআপ সংস্কৃতির প্রসারে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে দেশের যুবসমাজ চাকরির পাশাপাশি উদ্যোগপতি হওয়ার দিকেও এগোচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সহায়ক নীতির ফলে নতুন ব্যবসা শুরু করা অনেক সহজ হয়েছে বলে তাঁদের দাবি।উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন,গত ১২ বছরে দেশের উন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত অগ্রগতি নজিরবিহীন।তিনি আশা প্রকাশ করেন,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'উন্নত ভারত'-এর লক্ষ্য আগামী দিনে বাস্তবায়িত হবে।

এবার দিঘা রুটে চলবে বন্দে ভারত

নয়া জামানা, দিঘা ঃ সমুদ্রসৈকতের শহর দিঘাকে ঘিরে বড় সুখবরের ইঙ্গিত মিলল রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতে দিঘা থেকে ছুটতে পারে দেশের জনপ্রিয় সেমি-হাইস্পিড ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সম্প্রতি দিঘায় এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনই সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তিনি জানান, দিঘা রুটে বন্দে ভারত চালুর পথে প্রধান বাধা হল নন্দকুমার থেকে দিঘা পর্যন্ত একক রেললাইন।এই রুটে ডাবল রেললাইন নির্মাণ করা গেলে দ্রুতগতির ট্রেন চালানোর পথ অনেকটাই সহজ হবে। এজন্য প্রয়োজন জমি অধিগ্রহণের,যা দীর্ঘদিন ধরেই রেলের অন্যতম দাবি বলে উল্লেখ করেন তিনি।শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, অতীতে জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এগোতে পারেনি। তাঁর কথায়, দেশের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় পর্যটন কেন্দ্র উন্নত রেল পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হলেও দিঘা এখনও সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে পর্যটন ও আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশও প্রত্যাশিত গতি পায়নি।দিঘা থেকে বন্দে ভারত চালুর পক্ষে জোর দিয়ে তিনি বলেন, তদিঘার মতো জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র থেকে বন্দে ভারত চলা উচিত। আর তার জন্য ডাবল রেললাইন অত্যন্ত জরুরি। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দিঘার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে।তিনি আরও জানান, রেলওয়ে বোর্ড ইতিমধ্যেই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একাধিক বৈঠকও হয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।একই সঙ্গে নন্দীগ্রাম রেল প্রকল্পের অগ্রগতির কথাও তুলে ধরে শুভেন্দু জানান, অধিকাংশ জমি ইতিমধ্যেই রেলের হাতে এসেছে। বাকি জমি সংক্রান্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন আশার আলো দেখছেন সাধারণ মানুষ।

চন্দ্রিমার মৃত্যুর ন্যায়ের দাবিতে উত্তাল মালদা,শাস্তির দাবিতে মোমবাতি মিছিল

নয়া জামানা,মালদা ঃ ব্যাঙ্ক কর্মী চন্দ্রিমা ঝার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে মালদা।ধৃত তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ও কঠোরতম শাস্তির দাবিতে রবিবার পথে নামল মালদা বিদ্যাপতি মঞ্চ।ইংরেজবাজার শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মোমবাতি প্রজ্বলন,শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রতিবাদ কর্মসূচি।এদিন মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে মৈথিলী সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।হাতে মোমবাতি নিয়ে চন্দ্রিমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরব শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন উপস্থিত জনতা। প্রতিবাদস্থলে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।বিদ্যাপতি মঞ্চের নেতৃবৃন্দ বলেন,চন্দ্রিমার মৃত্যু একটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হলেও এর অভিঘাত সমগ্র সমাজে পড়েছে।এমন নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।তাঁরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে কঠোরতম আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান।প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে নারীদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।বক্তাদের দাবি,রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা বাড়ছে। তাই আইনশৃঙ্খলা আরও জোরদার করে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।উল্লেখ্য,গত শুক্রবার সুজাপুরের একটি ব্যাঙ্ক থেকে স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন চন্দ্রিমা ঝা। অভিযোগ, পথে তিন যুবক তাঁর ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। সেই সময় স্কুটিতে ধাক্কা লাগায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন।ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই জেলাজুড়ে শোক ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে।বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন।

সেপিয়া সুন্দরী

পুরুলিয়ার বিভিন্ন পরবে রং—এর জোগান দেয় মালতি খাদান ওরফে ‘রং পাহাড়’

দগদগে রাঙামাটি, গনগনে পলাশ, ছৌ, অযোধ্যা, বাঘমুন্ডি, গড় পঞ্চকোট কিংবা বড়ন্তি, পুরুলিয়ার জনপ্রিয়তা এগুলো ঘিরে তো বটেই এছাড়াও বাংলার সেপিয়া রঙা এই জেলার আরও কত রং, কত গল্প, কত ঠিকানাখইচ্ছে করেই যেন সেসব একটু অগোচরে থাকে। বিশেষ চমক দেওয়ার জন্য। যেমন ‘রং পাহাড়’। পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত বেলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মালতি গ্রাম। বলরামপুর শহর থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে, পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খন্ড সীমানার কাছে এই মালতি গ্রামেই রয়েছে একটি খড়ি খাদান , মালতি খাদান ওরফে ‘রং-পাহাড়’। এর মাটিতে মিশে আছে অকার ইয়েলো, বার্ন্ট সাইনা, র’ অ্যাম্বার, হোয়াইট, পেইন্ স গ্রে আরও অনেক রং।দেখলে মনে হবে খয়েরি ছাড়া এই পাহাড়ের অন্য কোনও রং নেই। অথচ, এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা বাদনা, সোহারাই ইত্যাদি পরবের সময় এই খ াদানের রঙিন মাটি ব্যবহার করে বাড়ির দেওয়ালে বিভিন্ন চিত্র, আলপনা আঁকেন। টিলাকৃতি এই পাহাড়ের মাথা চ্যাপ্টা কিন্তু এবড়োখেবড়ো। মাঝে রয়েছে গভীর গর্ত, নীচে জল। কিন্তু পুরো টিলা জুড়ে কীভাবে তৈরি হল এত রকম রং? বিভিন্ন সময়ে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা লাভা বাইরে এসে জমাট বেঁধে কালো ব্যাসল্টে পরিণত হয়। এই পাহাড়ে সাদা ও আংশিক কালো খনিজের মিশ্রণে তৈরি আগ্নেয় শিলা গ্রানাইট পাথরও প্রচুর রয়েছে। ভূতাত্ত্বিক, গবেষক এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর মতে সাদা বা হালকা খ য়েরি রঙের যে পাথরগুলো রয়েছে ওখ ানে, সেগুলো নাইসিক শিলা গঠিত হওয়াই সম্ভব। তাঁর কথায় ত্গঠনগত বিচারে জায়গাটি ভারতের আদিমতম শিলায় গঠিত উপদ্বীপীয় মালভূমি গন্ডোয়ানাল্যান্ডের একটি অংশ। এই অঞ্চলের মূল শিলা হল আগ্নেয় শিলার পরিবর্তিত রূপ, যার ভূতাত্ত্বিক নাম নাইস। লাল রঙের জায়গাগুলো আয়রন অক্সাইড সমৃদ্ধ। লোহার ভাগ বেশি থাকায় রং লাল। এই শিলাময় অংশটাকে ল্যাটেরাইট বলা চলে। সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলেই এমন ল্যাটেরাইট থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকা অনেক জায়গায় দেখা যায়। পুরুলিয়ার বলরামপুর অঞ্চলের আশপাশ, যেমন; ঝালদা বা বাঘমুন্ডি এলাকা; প্রকৃতির এমন মিশ্র শিলা বা শিলাচূর্ণ দিয়ে গঠিত।

রং পাহাড়ের রং সৃষ্টির নেপথ্য রহস্য না হয় বোঝা গেল, কিন্তু পাহাড়ের শক্ত মাটি বা পাথর থেকে কীভাবে রং তৈরি হয় এবং তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে? প্রথমেই শক্ত মাটি বা পাথরকে ভালোভাবে গুঁড়ো করে, তা চালুনি দিয়ে চেলে নেওয়া হয়। এবার তা মিহি কাপড়ে ফের ২-৩ বার চেলে নেওয়া হয়। তারপর জল দিয়ে গুলে নিলেই রং রেডি! কেমিক্যাল বাইন্ডিং ছাড়াও রং পাকা করতে পানিয়ালতা গাছের ডাল গরম জলে ফোটালে যে আঠা বেরোয়, তা রঙের সঙ্গে মেশানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মাটির বাড়ির দেওয়ালে কারুকর্ম বা চুনকাম করা ছাড়াও খাদান থেকে প্রাপ্ত খড়ি মাটি সিমেন্ট এবং সেরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।পাখি পাহাড়’ খ্যাত শিল্পী, পুরুলিয়াবাসী প্রবীণ ভাস্কর চিত্ত দে, যিনি বিগত কয়েকবছর ধরে ‘ইন-সিটু রক স্কাল্পচার’-এর কাজ করছেন এবং শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি পাহাড় সংরক্ষণে ব্রতী। তাঁর ডেরায় গেলে দেখা যাবে রং পাহাড়ের রং দিয়ে তিনি দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন হলুদ ফুল, সবুজ পাতাবাহার আরও কত কি! একটি ‘ট্রাভেল-ভ্লগ’-এ তিনি বলছিলেন, ত্এই রঙের খাদানটা পুরুলিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। প্রশাসন যদি একটু উদ্যোগ নিয়ে প্রসেসিং করে বা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে, তাহলে কিন্তু এই রং অনেক কাজে লাগবে এবং শিল্পকর্মেরও একটা ধাপ পাওয়া যাবে। এই পাহাড়ে সরকম রং পাওয়া যায়।

আমি এখনও অবধি এই রং শুধুমাত্র মাটির উপর ব্যবহার করেছি। এই পাহাড়ের গায়েও কাজের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই রং ক্ষণস্থায়ী, যদি কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা হয় তবেই দীর্ঘস্থায়ী হবে।মুগ্ধচিত্ত মধুকবি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) পুরুলিয়া শহর নিয়ে লিখে ছিলেন একটি সনেট, যার প্রথম চার পঙক্তি ত্পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে/ বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?/ কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে, / হে পুরুল্যে!...। মনুষ্যত্ব আমাদের শেখায় সুন্দর কিছু ভাগ করে নিতে হয়, এভাবে জানিজানি বাড়ে এবং অগোচর ভেঙে যায়। যেকারণে ৮০০ ফুট উচ্চতার অখ্যাত ‘মুরা বুরু’ আজ জনপ্রিয় ‘পাখি পাহাড়’। আজ হয়তো পর্যটকদের ভিড় নেই, দোকান-বাজারের পসার নেই তবে এভাবে একদিন হয়তো রং পাহাড়ও ভ্রমণপিপাসুর হৃদয়ে রঙিন হয়ে উঠবে।

সৌঃ বঙ্গদর্শন।

দগদগে রাঙামাটি, গনগনে পলাশ, ছৌ, অযোধ্যা, বাঘমুন্ডি, গড় পঞ্চকোট কিংবা বড়ন্তি, পুরুলিয়ার জনপ্রিয়তা এগুলো ঘিরে তো বটেই এছাড়াও বাংলার সেপিয়া রঙা এই জেলার আরও কত রং, কত গল্প, কত ঠিকানাখইচ্ছে করেই যেন সেসব একটু অগোচরে থাকে। বিশেষ চমক দেওয়ার জন্য। যেমন ‘রং পাহাড়’। পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত বেলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মালতি গ্রাম। বলরামপুর শহর থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে, পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খন্ড সীমানার কাছে এই মালতি গ্রামেই রয়েছে একটি খড়ি খাদান , মালতি খাদান ওরফে ‘রং-পাহাড়’।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।